দারসুল জিহাদ (শিট নং ৮)

যুগে যুগে জিহাদের ব্যাপারে মুনাফিকদের অবস্থান

প্রত্যেক যমানার মুনাফিকদের অবস্থা এবং তাদের কথা একই ছিল। এযুগেও এর ব্যাতিক্রম নয়।

আজকে যখন জিহাদের কথা বলা হয়; তখন একদল লোক বলে, আজকের এই যমানায় জিহাদ হচ্ছে একটা ফেতনা, ফাসাদ। এই যমানায় কোন জিহাদ নাই।

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [٨:٣٩]

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক; যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (সূরা আনফাল ৩৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ [٢:٢٥١]

আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়াল, করুণাময়। (সূরা বাকারা ২৫১)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তা'আলা জিহাদের হুকুম দিয়েছেন; জমিন থেকে ফেতনা, ফাসাদ দূর করার জন্য। আর মুনাফিকরা বলছে যে, স্বয়ং জিহাদই হচ্ছে ফেতনা। পূর্বের যমানার মুনাফিকরাও এমনটাই বলতো।

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেন,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ [٩:٤٩]

আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং ফেতনায় ফেলবেন না। শুনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই ফেতনায় নিপতিত এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (সূরা তাওবা ৪৯)

এযুগের মুনাফিকরা বলে থাকে, এখন কোন হক্ক জামাত নেই। হক্ক কোন জিহাদী সংগঠনও নেই। যদি থাকতো; তাইলে আমাদেরকেই সর্বাগ্রে দেখতে। ঠিক পূর্বেকার মুনাফিকদের মত কথা।

স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেখানে তাদের বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ [٣:١٦٧]

আর তাদেরকে বলা হল, এসো! আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, যদি আমরা এটাকে কিতাল মনে করতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই; তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবে জানেন; তারা যা কিছু গোপন করে থাকে। (সূরা আল ইমরান ১৬৭)

পূর্বের যমানার জিহাদের ময়দানে যেখানে স্বয়ং রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেই যুদ্ধকেও মুনাফিকরা জিহাদ মনে করেনি। তাহলে এই যামানার মুনাফিকদের সত্যিকারের কোন জিহাদী জামাত খুঁজে না পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي ﷺ يقول "لا تزال طائفة من أمتي؛ يقاتلون على الحق؛ ظاهرين إلى يوم القيامة.

আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর থেকে সর্বদাই লড়াই করতে থাকবে। তারা কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। (মুসলিম)

হাদিসটি স্পষ্ট বলছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত হক্ব দল থাকবে এবং তারা জিহাদ করবে ও বিজয়ী থাকবে। অথচ এযুগের মুনাফিকরা বলছে, এখন কোন হক্ব জিহাদী সংগঠন নাই। যারা দাবী করছে, এখন কোন হক্ব জিহাদী সংগঠন নাই; তারা নিজের অজান্তেই উল্লেখিত হাদীসকে অস্বীকার করছে এবং হাদীসের বিরোধীতা করছে।

মুনাফিকরা মুজাহিদীনদের নিহত হওয়া এবং বন্দি হওয়া নিয়ে ঠাট্টা করে।

মুনাফিকদের নিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ [٣:١٦٨]

ওরা হলো সে সব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্মন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (সূরা আল ইমরান ১৬৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا [٣:١٥٦]

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই বন্ধরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জিহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে মরতোও না; আহতও হতো না। (সূরা আল ইমরান ১৫৬)

মুনাফিকদের কাজ এবং তাদের নিদর্শন

মুনাফিকরা মুসলিমদের কে জিহাদে যেতে বাধা প্রদান করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ [٩:٨١]

আর বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। (সূরা তাওবা ৮১)

۞ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا [٣٣:١٨]

আল্লাহ খুব জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদের কে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এস। তারা কমই যুদ্ধ করে। (সূরা আহযাব ১৭)

তদ্রুরুপ এই যামানার মুনাফিকরাও পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে থাকে। বলে, এখন পরিবেশ খুবগরম। এখন এগুলোর সময় না।

জিহাদকে ফরজে কেফায়া বলে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকে এবং এ নিয়ে তারা একটুও বিচলিত না; বরং নিশ্চিন্ত।

জিহাদ ফরজে কেফায়া এবং সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

দারিদ্রতার করণে ফরজে কেফায়ার উপর আমল করতে না পারায়; সাহাবায়ে কেরাম যে দুঃখে চোখে অশ্রু নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবার থেকে ফিরে এসে ছিলেন।

সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ [٩:٩٢]

আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন; তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব। তখন তারা ফিরে গেছে; অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে। (সূরা তাওবা ৯২)

সাহাবায়ে কেরাম ফরজে কেফায়ার উপর আমল করতে না পারায় কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেছেন। আর এ যামানায় যারা জিহাদকে ফরজে কেফায়া বলে বসে আছে, তাদের অবস্থা পূর্বেকার মুনাফিকদের অবস্থার সাথে মিলে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ [٩:٨١]

পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা, আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত। (সূরা তাওবা ৮১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ [٩:٨٧]

তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুতঃ তারা বোঝে না। (সূরা তাওবা ৮৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [٩:٩٣]

যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসসহে। বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি। (সূরা তাওবা ৯৩)

আজকে আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে, এত বড় বড় আলেম এরা বোঝে না ? না, তারা বঝে না। কারণ তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত। তাই আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছে।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন,

قال الإمام أحمد "إذا اختلف الناس في شيئ؛ فانظروا ماذا عليه أهل الثغور، فإن الحق معهم".

যখন দেখবে যে, মানুষেরা বিভিন্ন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে গেছে। কোনটা হক্ব সে বিষয়ে সকলে দ্বিমত পোষণ করছে। তখন দেখ যে, ময়দানের আলেমগণ কোন মতের উপর আছেন। কারণ, তাদের সাথেই হক্ব রয়েছে।

মুনাফিকদের আরেকটা নিদর্শন হল, তারা শুধু ওজর পেশ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ [٩:٤٢]

আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে; অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম। এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে। আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী। (সূরা তাওবা ৪২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ [٩:٤٥]

নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। (সূরা তাওবা ৪৫)

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا [٣٣:١٣]

তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি। অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। (সূরা আহযাব ১৩)

মুনাফিকদের আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে, যখনই তারা জিহাদের কথা শুনতো; তখনই তাদের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত।

আজকেও আমরা দেখি যে, যখন জিহাদের কথা বলা হয়, তখন তাদের চেহারায় ভাঁজ পরে যায়।

আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা তুলে ধরছেন,

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ [٤٧:٢٠]

যারা মুমিন; তারা বলে, একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে। (সূরা মুহাম্মদ ২০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ [٤:٧٧]

অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহ কে। এমনকি তার চেয়েও অধিক ভয়। (সূরা নিসা ৭৭)

আজকে এরা মানুষের মাঝে জিহাদের আলোচনা কেন করে না? কারণ তারা আল্লাহর চেয়েও অন্যদের কে অধিক ভয় করে। তারা সরকারের ভয়ে, প্রশাসনের ভয়ে জিহাদের আলোচনা করে না। তারা তাগুত, মুর্তাদদের কে আল্লাহর চেয়েও বেশী ভয় করে। যার ফলে তারা মানুষের মাঝে কিতালের আলোচনা করে না।